যুগান্তর

07 NOV 2008

মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ভার পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

দেশের গোটা মেডিকেল শিক্ষা এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা কার্যক্রমসহ একাডেমিক কাজে সমতাবিধানের লক্ষ্যে সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের একশ মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটের সিলেবাস প্রণয়ন, ক্লাস কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশসহ সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার ভার পেতে যাচ্ছে। এতদিন দেশের সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল এসব প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে মোট দুটি প্রজ্ঞাপন দরকার। যার একটির মাধ্যমে বিদ্যমান আইন রহিত এবং আরেকটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অধীনস্থ করা হবে। দুটি প্রজ্ঞাপনের একটি ইতিমধ্যে বুধবার জারি হয়েছে। বাকিটি ছাপার কাজ চলছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নতুন এই সিদ্ধান্তের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মাস্ত হবে বিএসএমএমইউ'র অধীনে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক ডা. সিফায়েত উল্লাহ বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে জানান, মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানের সমতাবিধানের (ইউনিফরমিটি) লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দেখভাল করা পাচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

পাচ্ছে : মেডিকেল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হলেও একই সিলেবাস বা একই ধরনের পরীক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হতো না। তিনি বলেন, আসলে সিদ্ধান্তটি নতুন নয়। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএসএমএমইউ'র অধ্যাদেশেই দেশের সব ক'টি মেডিকেল পর্যায়ক্রমে এর অধীনস্থ করার বিধি রয়েছে। আইন এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট (এমবিবিএস-পরবর্তী) ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরুও হয়েছিল। কিন্তু বিগত সরকারের আমলের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের কারণে তা আবার স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। নাম প্রকাশ না করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব এ প্রতিনিধিকে জানান, তখন একদিকে সংসদে পাস করা অধ্যাদেশ, অন্যদিকে পরবর্তীকালে জারি করা প্রজ্ঞাপন। কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের আমল এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের একজন প্রভাবশালীর ব্যক্তির কারণে তখন কেউ মুখ খোলেননি। ওই কর্মকর্তা জানান, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আবার আলোচনায় আসে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রধানদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে সময় মিশ্র প্রতিক্রিয়া আশায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। সূত্রটি আরও জানায়, এ অবস্থায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাদেশের লংঘন এবং মেডিকেল শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা উপদেষ্টার নজরে আনা হলে তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সংস্কার ও পুনর্গঠন কাজ চলছে।

দেশে বর্তমানে মেডিকেল গ্রাজুয়েট বা এমবিবিএস, পোস্ট গ্রাজুয়েট, নার্সিং এবং ডিপ্লোমা এই চার ধরনের মেডিকেল ডিগ্রির ব্যবস্থা রয়েছে। ১৫টি সরকারি কলেজ ছাড়াও সারাদেশে ৩৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস, ২২টি সরকারিসহ ৩০টি কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট, ৫টি সরকারিসহ ৮টি প্রতিষ্ঠানে নার্সিং এবং ৩টি বেসরকারিসহ ১১টি প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল টেকনোলজি বা ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ উল্লিখিত ১০০টি প্রতিষ্ঠান ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হিসেবে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সিলেবাস প্রণয়ন, ভর্তি নিয়ন্ত্রণ, পাঠদান, পরীক্ষাসহ বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ বলেন, ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপাতত ৩০টি বিএসএমএমইউ'র অধীনে চলে আসবে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে। কেননা গোটা প্রতিষ্ঠানকে অধিভুক্ত করার সঙ্গে অবকাঠামো উন্নয়ন, জনবল নিয়োগ, অভিজ্ঞতা, ফ্যাকাল্টি উন্নয়ন ইত্যাদি জরুরি। তাই এ মুহূর্তেই একসঙ্গে আনা হচ্ছে না। কিন্তু কত দিনে এই কার্যক্রম সম্পন্ন হবে তা বলতে না পারলেও তিনি জানান, বিএসএমএমইউ'র আইনেই সব মেডিকেলকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া হয়েছে। বিদেশে কোথাও মেডিকেল শিক্ষা একই সঙ্গে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচালনার নজির নেই। তাই বিষয়টি প্রয়োজনীয়।

যে ৩০টি প্রতিষ্ঠান এখনই বিএসএমএমইউ'র অধীনে আসছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট এমএজি মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মানসিক ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, জাতীয় কিডনি ডিজিজেজ এন্ড ইউরোলজি ইন্সটিটিউট, ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন, ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, শিও ও মাতৃ স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, বারডেম, বাংলাদেশ শিও মাতৃ স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম মা ও শিশু এবং জেনারেল হাসপাতাল, মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী চক্ষু ইন্সটিটিউট, লায়ন্স চক্ষু ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শিও স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল এবং ইন্সটিটিউট অব হেলথ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-চট্টগ্রাম। বুধবারের পত্র উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণকারী ৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠানো হয়েছে।